Contents

সোনামণি প্রতিভা

৪৪তম সংখ্যা
নভেম্বর-ডিসেম্বর
২০২০

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

Contents

সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

৪৪তম সংখ্যা

নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২০

♦ **উপদেষ্টা সম্পাদক**
অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম

♦ **সম্পাদক**
মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম

♦ **নির্বাহী সম্পাদক**
রবীউল ইসলাম

♦ **প্রচ্ছদ ও ডিজাইন**
মীযানুর রহমান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সম্পাদক : ০১৭২৬-৩২৫০২৯
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪ (বিকাশ)
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩
Email : sonamoni23bd@gmail.com
Facebook page : sonamoni protiva

মূল্য : ১৫ (পনের) টাকা মাত্র

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

■ সম্পাদকীয় ০২
✪ নেকীর কাজ নিয়মিত কর ০২
■ কুরআনের আলো ০৪
■ হাদীছের আলো ০৫
■ প্রবন্ধ ০৬
✪ ইসলাম ও বিজ্ঞানের আলোকে অক্সিজেন ০৬
✪ শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে 'সোনামণি' সংগঠনের ভূমিকা ০৯
✪ জান্নাতে যাওয়ার সহজ পথ ১৪
■ হাদীছের গল্প ১৭
✪ ক্ষুধার্ত রাসূল (ছাঃ)
■ এসো দো'আ শিখি ১৮
■ গল্পে জাগে প্রতিভা ২০
✪ মাদক পরিহারে অভিনব কৌশল
■ শিক্ষাঙ্গন ২২
সফল শিক্ষার্থীর পথ চলা
■ কবিতাগুচ্ছ ২৭
■ রহস্যময় পৃথিবী ২৮
■ দেশ পরিচিতি ৩০
■ যেলা পরিচিতি ৩১
■ বহুমুখী জ্ঞানের আসর ৩২
■ সংগঠন পরিক্রমা ৩৫
■ প্রাথমিক চিকিৎসা ৩৭
■ ভাষা শিক্ষা ৩৯
■ কুইজ ৩৯

নেকীর কাজ নিয়মিত কর

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর, যতক্ষণ না মৃত্যু তোমার নিকট উপস্থিত হয়' *(হিজর ১৫/৯৯)*।

ইবাদত অর্থ উপাসনা করা। পারিভাষিক অর্থে আল্লাহ্র উপাসনা করা ও সার্বিক জীবনে তাঁর দাসত্ব করা। আল্লাহ জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। ঈমানের সাথে নিয়মিত ইবাদত ও নেকীর কাজ করাই আদর্শ মুসলমানের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, তারাই হল সৃষ্টির সেরা' *(বাইয়েনাহ ৯৮/৭)*। অর্থাৎ ঈমান ও আমলে ছালেহ যার মধ্যে একত্রিতভাবে পাওয়া যাবে, সে ব্যক্তিই আল্লাহ্র নিকটে সৃষ্টির সেরা *(তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, পৃ. ৪০৮)*।

অনেকেই কোন নেকীর কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে সেটা আমল করতে শুরু করে। কিন্তু দেখা যায়, কিছুদিন পর ঐ আমলটা নিয়মিত করে না। ফলে তা গুরুত্বহীন হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, হে আব্দুল্লাহ! তুমি অমুক ব্যক্তির মত হয়ো না, যে রাত জেগে ইবাদত করত, পরে তা ছেড়ে দিয়েছে *(বুখারী হা/১১৫২)*। আবার অনেকে বেশি বেশি আমল করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে বা নিজের উপর অধিক কষ্ট চাপিয়ে নেয়। অথচ সাধ্যানুযায়ী নিয়মিত আমল করাই সুন্নাতের অনুসরণ। কেননা আল্লাহ তা'আলা ছওয়াব দানে ক্লান্ত হন না, যতক্ষণ না বান্দা ক্লান্ত হয়ে পড়ে *(বুখারী হা/১১৫২)*। তাই কুরআন ও হাদীছে নেকীর কাজ নিয়মিত করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় নেক আমল হল যা নিয়মিত করা হয়। যদিও তা কম হয়' *(বুখারী হা/৬৪৬৫; মিশকাত হা/১২৪২)*।

ঈমানের সাথে নিয়মিত কুরআন ও হাদীছ চর্চা অবশ্যই নেকীর কাজ। আল্লাহ কুরআন ও হাদীছের হেফাযত করেছেন হাফেযগণের স্মৃতির মাধ্যমে। কিন্তু নিয়মিত চর্চা না করলে কুরআন ও হাদীছ মানুষের স্মৃতিতে স্থায়ী থাকে না। কুরআনের হাফেযের তুলনা রশিতে বাঁধা উটের ন্যায়। কেননা গৃহপালিত পশুর মধ্যে উট সবচাইতে বেশি পলায়নপর। মালিক তার প্রতি একটু অমনোযোগী

হলেই সে পলায়ন করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কুরআন স্মৃতিতে ধারণকারীর দৃষ্টান্ত হল রশিতে বাঁধা উটের মত। উটের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তাকে বেঁধে রাখতে হয়। একটু উদাসীন হলেই পালিয়ে যায়' *(বুখারী হা/৫০৩১; মিশকাত হা/২১৮৯)*।

এজন্য আমরা সোনামণিদের পরামর্শ দেব, তোমরা কুরআন মুখস্থ রাখতে নিয়মিত তেলাওয়াত করবে। এতে তোমাদের ঘরে, বাড়ীতে ও থাকার জায়গায় আল্লাহ্র রহমত নাযিল হবে। সেখান থেকে শয়তান পলায়ন করবে। তুমি যখন ঘুমাতে যাবে তখন নিয়মিত আয়াতুল কুরসী (বাক্বারাহ ২৫৫ আয়াত) পাঠ করবে। তাহলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমার জন্য একজন পাহারাদার ফেরেশতা থাকবেন এবং সকাল পর্যন্ত তোমার নিকটে শয়তান আসতে পারবে না *(বুখারী হা/২৩১১; মিশকাত হা/২১২৩)*।

অনুরূপভাবে নিয়মিত হাদীছ অধ্যয়ন উত্তম কাজ সমূহের অন্যতম। দ্বীনের বিধান জানতে ও মানতে এটি অত্যন্ত যরূরী বিষয়। একাজের প্রতি উৎসাহিত করে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন যে আমার কথা শুনেছে, যথাযথভাবে তা স্মরণে রেখেছে ও মুখস্থ করেছে এবং প্রচার করেছে। কেননা অনেক জ্ঞানের বাহক নিজে জ্ঞানী নয় (সে অন্যের নিকট জ্ঞান বহন করে নিয়ে যায়) এবং অনেক জ্ঞানের বাহক তার চাইতে অধিকতর জ্ঞানীর নিকটে জ্ঞান বহন করে নিয়ে যায়' *(ইবনু মাজাহ হা/২৩০; মিশকাত হা/২২৮)*।

আবার অল্প হলেও নিয়মিত দান-ছাদাক্বা করা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেওয়ার শামিল। যার বিনিময়ে আল্লাহ বান্দাকে বহুগুণ বেশি প্রদান করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহই রূযী সংকুচিত করেন ও প্রশস্ত করেন *(বাক্বারাহ ২/২৪৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা বান্দার নিকট আসে। অতঃপর একজন বলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি দাতাকে প্রতিদান দাও। আরেকজন বলেন, হে আল্লাহ! তুমি কৃপণকে ধ্বংস কর' *(বুখারী হা/১৪৪২; মিশকাত হা/১৮৬০)*।

অতএব সোনামণিদের প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে, তোমরা অল্প হলেও নেকীর কাজ নিয়মিত কর। তাহলে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রিয়ভাজন হতে পারবে। সেই সাথে সফলতার উচ্চ আসনে সমাসীন হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন-আমীন!

অহংকারের পরিণতি

১. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ-

১. 'অতঃপর যখন আমরা ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর। তখন তারা সবাই সিজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে অস্বীকার করল এবং অহংকার দেখালো। ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হল' *(বাক্বারাহ ২/৩৪)*।

২. إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ تَفْرَحْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْفَرِحِينَ-

২. 'ক্বারূণ ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু সে তাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছিল। আমরা তাকে এমন ধন-ভাণ্ডার দান করেছিলাম, যার চাবিসমূহ বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, দম্ভ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিকদের পসন্দ করেন না' *(ক্বাছাছ ২৮/৭৬-৭৭)*।

৩. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ-

৩. 'অতঃপর আমরা ক্বারূণকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দিলাম। ফলে তার পক্ষে এমন কোন দল ছিল না, যে আল্লাহ্র শাস্তি হতে তাকে সাহায্য করতে পারে এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না' *(ক্বাছাছ ২৮/৮১)*।

٤. إِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِيْنَ-

৪. 'নিশ্চয়ই যারা আমাদের আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করে এবং তা থেকে অহংকারবশে মুখ ফিরিয়ে থাকে, তাদের জন্য আকাশের দুয়ার সমূহ উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না ছুঁচের ছিদ্রপথে উট প্রবেশ করে। এভাবেই আমরা পাপীদের বদলা দিয়ে থাকি' *(আ'রাফ ৭/৪০)*।

অহংকারের পরিণতি

١. عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ: أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ-

১. ইয়ায ইবনু হিমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ আমাকে প্রত্যাদেশ করেছেন যে, তোমরা বিনয়ী হও। তোমাদের কেউ যেন একে অপরের উপর গর্ব না করে এবং একে অপরের উপর ঔদ্ধত্য প্রদর্শন না করে' *(মুসলিম হা/২৮৬৫)*।

٢. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ-

২. ইবনু মাসঊদ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 'ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার অন্তরে কণা পরিমাণ অহংকার রয়েছে। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, লোকেরা চায় যে, তার পোশাক সুন্দর হৌক, তার জুতা জোড়া সুন্দর হৌক। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য পসন্দ করেন। কিন্তু 'অহংকার' হল 'সত্যকে দম্ভের সাথে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা' *(মুসলিম হা/৯১; মিশকাত হা/৫১০৮)*।

٣. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَسَ تَعْلُوهُمْ نَارُ الأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةِ الْخَبَالِ-

৩. আমর বিন শু'আইব (রাঃ) তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'অহংকারী ব্যক্তিরা ক্বিয়ামতের দিন উঠবে মানুষের চেহারা নিয়ে পিঁপড়া সদৃশ। সর্বত্র লাঞ্ছনা তাদেরকে বেষ্টন করে রাখবে। অতঃপর তাদের 'বূলাস' নামক জাহান্নামের এক কারাগারের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যেখানে লেলিহান অগ্নি তাদেরকে ঢেকে ফেলবে। সেখানে তারা জাহান্নামীদের পোড়া দেহের গলিত পুঁজ-রক্তে পূর্ণ 'ত্বীনাতুল খাবাল' নামক নদী থেকে পান করবে' *(তিরমিযী হা/২৪৯২)*।

ইসলাম ও বিজ্ঞানের আলোকে অক্সিজেন

মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

(২য় কিস্তি)

৩. সবুজ বৃক্ষ থেকে আল্লাহ আগুন উৎপাদন করেছেন : পরম করুণাময় আল্লাহ মানব কল্যাণে সবুজ বৃক্ষরাজি থেকে আগুন উৎপাদন করেন। দেড় হাযার বছর পূর্বে মানুষের কাছে আগুন জ্বালানোর প্রক্রিয়া বিষয়ে তেমন কোন তথ্য ছিল না। তখন বিজ্ঞানের তেমন প্রসারও ঘটেনি। সেই সময়ে পরম দয়ালু আল্লাহ আগুনের সৃষ্টি সম্পর্কে জানিয়ে দেন। আল্লাহ বলেন, 'যিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে অগ্নি উৎপাদন করেন। অতঃপর তোমরা তা থেকে আগুন জ্বালিয়ে থাক' *(ইয়াসীন ৩৬/৮০)*। আলোচ্য আয়াতটিতে তথ্য পাওয়া যায় যে, আগুন গাছের মাধ্যমে সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া তৈরী করে। গাছের সবুজ উপাদান হল ক্লোরোফিল। আর ক্লোরোফিল বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড শুষে নেয় এবং পানির সহায়তায় তাকে কার্বোহাইড্রেটে রূপান্তরিত করে। ফলস্বরূপ অক্সিজেন নির্গত হয়। বস্তুতঃ গাছের সবুজ অংশ বা ক্লোরোফিল হল প্রধান উপাদান, যা পৃথিবীতে অক্সিজেন উৎপাদন ও তার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। আল্লাহ বলেন, وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ 'শপথ ডুমুর ও যয়তূন বৃক্ষের' *(ত্বীন ৯৫/০১)*। অন্যত্রে আল্লাহ বলেন, يُوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ 'প্রদীপটি প্রজ্বলিত করা হয় পূত-পবিত্র যয়তূন বৃক্ষের তৈল দ্বারা' (*নূর ২৪/৩৫*)।

আল্লাহ পাক তীন ও যয়তূনের শপথ করার মাধ্যমে এই দু'টি বৃক্ষের শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণকারিতার প্রতি বান্দার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ডুমুর ও যয়তূন তৈল তথা এ দু'টি বৃক্ষের উপকারিতাসমূহ এবং রোগ নিরাময় ক্ষমতা অন্যান্য বৃক্ষের তুলনায় অনেক বেশি বলে আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। সর্বশেষ আবিষ্কারে দেখা গেছে যে, পৃথিবীর প্রথম কৃষিকাজ শুরু হয় ফিলিস্তীন ভূখণ্ডে এবং সে কৃষিজ বৃক্ষ ছিল তীন বা ডুমুর গাছ *(তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩৬৫ পৃ.)*।

পবিত্র কুরআনে আগুন সৃষ্টির তথ্য প্রদানের বহু শতাব্দী পর বিজ্ঞানের বিস্তৃতির ফলে আমরা জানতে পারি দাহ্য পদার্থ কার্বনের সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়ার ফলেই সৃষ্টি হয় আগুনের। অক্সিজেন বর্ণহীন, দাহ্য, গন্ধহীন ও স্বাদহীন গ্যাস।

অক্সিজেন নিজে জ্বলে না কিন্তু অন্যকে জ্বলতে সাহায্য করে। অক্সিজেন ছাড়া আগুন জ্বলে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে কাঁচের গ্লাস দিয়ে ঢেকে রাখলে দেখা যাবে কিছুক্ষণ পর আগুনটা নিভে গেছে। কেন এমন হয়? কারণ মোমবাতিটি ঢেকে রাখার সময় গ্লাসের মধ্যে যে পরিমাণ অক্সিজেন ছিল; তা শেষ হয়ে গেলেই আগুন নিভে যায়। আগুন আমাদের অতি প্রয়োজনীয় একটি জিনিস। আগুনের সাহায্যে আমার সকল প্রকার রান্নাবান্না করি। জ্বলন্ত দ্রব্যের সংস্পর্শে এসে অক্সিজেন রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায়। এমনকি অক্সিজেনের আইসোটোপ ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর নানা প্রান্তে এবং বিস্তৃত রয়েছে সূর্যে, চাঁদেও। মঙ্গল গ্রহে এর অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি বলে বসতি গড়ে উঠতে পারেনি। অক্সিজেন জীবনের জন্য অপরিহার্য। আল্লাহ সবুজ বৃক্ষের মাধমে অক্সিজেন দান করেন। আর অক্সিজেন থেকে আমরা আগুন জ্বালিয়ে থাকি। এটাই আল্লাহ প্রদত্ত বড় নে'মত। আসুন! আমরা সকলে আল্লাহ্র নে'মতের শুকরিয়া আদায় করি *(ড. এসএম আবে কাউছার, অক্সিজেন ও দেহ ঘড়িটা, কমিউনিটি নিউজ, জাপান, ১১ই আগস্ট '১৫)*।

৪. অক্সিজেন না থাকলে সড়ক পথে কী ঘটবে?

অক্সিজেন না থাকলে সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে। অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে অর্ন্তদহ ইন্দ্রিয়গুলোর পক্ষে তাপ শক্তিকে কাজে রূপান্তর করা সম্ভব হবে না। ফলে ইঞ্জিনের ভেতরে থাকা পিস্টনটিকে ধাক্কা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি প্রদান করতে পারবে না। একটি গাড়ীর ইঞ্জিন কাজ করে ফিউয়েল-এর সাহায্যে। কিন্তু অক্সিজেন না থাকলে কম্প্রেশান হবে না। ফলে রাস্তার উপর অচল হয়ে পড়ে থাকবে সড়কে চলতে থাকা পৃথিবীর লাখো লাখো গাড়ী। কেমন হবে সারা পৃথিবীর পথে পথে আটকে থাকা লক্ষ কোটি মানুষের অবস্থা। একবার গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছ কি? অক্সিজেন না থাকায় এগুলো মেরামতেরও আর কোর সুব্যবস্থা হবে না *(দেশবার্তা, ১লা নভেম্বর '১৯)*।

৫. অক্সিজেন না থাকলে আকাশ পথে কী ঘটবে?

আল্লাহ্র রহমতে পাখির মত নীল আকাশের সীমানা পেরিয়ে প্রচণ্ড গতিতে উড়ে চলে কতশত বিমান। পৃথিবীতে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১০০টি বিমান উঠানামা করে। আশ্চর্য হলেও সত্য যে, বায়ু মণ্ডলে অক্সিজেন না থাকলে সাঁই সাঁই করে মেঘের ভেতর দিয়ে আকাশে উড়তে থাকা বিমান, হেলিকাপ্টার, উড়োজাহাজগুলো হাযার-হাযার কিলোমিটার উপর থেকে উল্কার মত আকস্মিকভাবে খসে খসে

মাটিতে পড়তে থাকবে। ঘটে যাবে পরিবেশের মহা বিপর্যয়, চারিদিক পরিণত হবে ধ্বংস স্তুপে। বিমানে থাকা হাযার হাযার মানুষের ভাগ্যে কি ঘটবে একবার ভেবে দেখেছ কি? *(দেশ বার্তা, ৯ই নভেম্বর '১৯)*।

৬. অক্সিজেন জীবন রক্ষাকারী ঔষধ

ক) রক্ত পরীক্ষায় অক্সিজেনের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম হলে নাকে নল দিয়ে শ্বাস কষ্টের রোগীকে অক্সিজেন দেওয়া হয়।

খ) লোহার তৈরী সিলিণ্ডারে অক্সিজেন থাকে। এই সিলিণ্ডারে উচ্চ চাপে রাখার ফলে অনেক অক্সিজেন ধারণ করা যায়। কোন রোগীকে প্রতি মিনিটে ১ লিটার অক্সিজেন দিলে মাঝারি ধরণের সিলিণ্ডারের মাধ্যমে অনুমানিক ২২ ঘণ্টা অক্সিজেন দেওয়া যায়।

গ) অক্সিজেন কনসেমট্রেটের মেশিনটি বিদ্যুৎ বা ব্যাটারী চালিত। এই মেশিনের মাধ্যমে বাতাস থেকে অক্সিজেন দেওয়া যায়।

ঘ) গ্যাসীয় অক্সিজেনের তাপমাত্রা কমিয়ে তরল অক্সিজেনে রূপান্তর করা হয়। রোগীকে দেওয়ার সময় আবার গ্যাসে পরিণত করে দেওয়া হয়।

ঙ) অক্সিজেন সিলিণ্ডার থেকে কমপক্ষে ৫ ফুট দূরত্বের মধ্যে নিম্ন বর্ণিত দ্রব্যাদি রাখা ও ব্যবহার করা নিষেধ। গ্যাস বার্নার, এ্যারোসল, হেয়ার স্প্রে, তৈলাক্ত লোশন, হিটার, চুলাম, গ্যাসলাইট, ম্যাচ, ফায়ার প্লেস ইত্যাদি *(দৈনিক যুগান্তর, ২৮শে ডিসেম্বর '১৮)*।

চ) মাথা ব্যথা, অস্থিরতা, ক্লান্তি অনুভব, খিটখিটে মেযাজ ও অনীহার অন্যতম কারণ হচ্ছে অক্সিজেন স্বল্পতা। অক্সিজেন মস্তিষ্ক পরিচ্ছন্ন ও উদ্দীপ্ত করে *(health hips bangla, ২রা মার্চ '১৯)*।

ছ) আমাদের দেহে শক্তির জন্য যে জ্বালানি ব্যবহার করি তা হচ্ছে খাদ্য। কিন্তু খাদ্য শক্তিতে রূপান্তরিত হবার পূর্বে এটিকে পুড়তে হয়। আর এর জন্য প্রয়োজন অক্সিজেন যা আমরা শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ করি।

জ) আমরা সাধারণতঃ দূষণহীন বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে শরীরকে দূষণমুক্ত রাখি। দূষিত বায়ু গ্রহণ করলে হাঁচি, কাশি, শ্বাসকষ্ট, নাক দিয়ে পানি পড়া এমনকি ব্রঙ্কাইটিস, হার্টএ্যাটাক বা স্টোক ও ক্যান্সারের মত প্রাণঘাতী রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

[চলবে]

আদর্শ সোনামণি গঠনে 'সোনামণি' সংগঠনের ভূমিকা

মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

(৩য় কিস্তি)

'সোনামণি' সংগঠনের ভূমিকা

আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহিভিত্তিক ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের এক বৈপ্লবিক আন্দোলন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের নিকট ইসলামের প্রকৃতরূপ তুলে ধরার জন্য এ সংগঠন চারটি ধারায় দাওয়াতী কাজ পরিচালনা করে যাচ্ছে। ৩২-এর বেশি বয়স্কদের মাঝে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ', ১৬-৩২ বছর বয়স্ক ছাত্র ও যুবকদের মাঝে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ', ৭-১৫ বছর বয়স্ক শিশু-কিশোরদের মাঝে 'সোনামণি' এবং মহিলাদের মাঝে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'। এর মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ অথচ গুরুত্বপূর্ণ হল 'সোনামণি' সংগঠন। **এটি একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন**।

নামকরণ

শিশুরা নিষ্পাপ। তাদেরকে আদর করে মানুষ সোনামণি নামে ডাকে। তাই এই সংগঠনের নাম 'সোনামণি' করা হয়েছে, যার মধ্যেই পবিত্রতা, নিষ্কুলষতা ও সচ্চরিত্রের বীজ লুক্কায়িত রয়েছে। ১৯৯৪ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার সকাল বেলার অধিবেশনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, মারকাযী জামে মসজিদ, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে উপস্থিত দেশের ২৫টি যেলার দুই শতাধিক সুধী ও ওলামায়ে কেরামের সম্মুখে পবিত্র কুরআনের সূরা হজ্জের ২৩ ও ২৪ আয়াতের আলোকে **'সোনামণি'** নামটি ঘোষণা করেন।

আয়াত দু'টি হল :

إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ- وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ-

'যারা ঈমান আনে ও সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করে নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ-কংকন ও মণি-মুক্তা খচিত অলংকারে ভূষিত করা হবে এবং তাদের পোশাক হবে রেশমের। বস্তুতঃ তারা (দুনিয়াতে) পরিচালিত হয়েছিল পবিত্র বাক্যের (তাওহীদের) দিকে এবং তারা পরিচালিত হয়েছিল প্রশংসিত পথের (ইসলামের) দিকে'।

আমাদের প্রাণপ্রিয় শিশু-কিশোররা যাতে চরিত্রবান হয়ে পবিত্র বাক্য অর্থাৎ তাওহীদ এবং প্রশংসিত পথ অর্থাৎ সুন্নাতে রাসূলের পথে চলে জান্নাতে স্বর্ণ-কংকন ও মণি-মুক্তার অধিকারী হতে পারে সেই মহান ও পবিত্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সেদিন এই প্রিয় নামটি নির্বাচন করেছিলেন।

শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে 'সোনামণি' সংগঠনের রয়েছে বহুমুখী কর্মসূচী। যার মাধ্যমে এ সংগঠন দেশ ও জাতিকে চরিত্রবান, দেশপ্রেমিক এবং একনিষ্ঠ কুরআন ও সুন্নাহ্র আদর্শে উজ্জীবিত একদল নিবেদিত প্রাণ কর্মী বাহিনী উপহার দিতে চায়। যেমন-

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রত্যেক সংগঠন বা কর্মের একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই বাকী কর্ম সম্পাদিত হয়। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীন জীবন হালবিহীন নৌকার ন্যায়।

'সোনামণি' সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল : শিশু-কিশোরদের মধ্যে ইসলামী চেতনা সৃষ্টি ও তদনুযায়ী জীবন ও সমাজ গড়ে তোলার মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা *(গঠনতন্ত্র, পৃ. ৪)*।

শিশুরা পাপ ও অপবিত্রতার কালিমা থেকে মুক্ত। তারা পরিবার ও সমাজে আনন্দের উৎস। তারা ইসলাম গ্রহণ ও তদানুযায়ী জীবন পরিচালনার এলাহী অনুপ্রেরণা নিয়েই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু পিতা-মাতা, পরিবার, সমাজ, শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদির প্রভাবে সেই কচি-কাঁচা শিশু-কিশোর একদিন চরিত্রহীন ও বিপথগামী হয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)

এরশাদ করেন, مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ 'প্রত্যেক আদম সন্তান ফিৎরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহূদী, খ্রিস্টান ও মাজূসী বা অগ্নিপূজক বানায়। যেমনভাবে একটি চতুষ্পদ জন্তু পূর্ণাঙ্গ একটি চতুষ্পদ জন্তু জন্ম দিয়ে থাকে। তোমরা কি তাতে কোন নাক-কান কাটা দেখতে পাও' *(বুখারী হা/১৩৫৮)*।

ইসলাম আল্লাহ্র নিকট একমাত্র মনোনীত জীবনব্যবস্থা *(আলে ইমরান ৩/১৯)*। তাই 'সোনামণি' সংগঠন শিশু-কিশোরদের মধ্যে ইসলামের প্রকৃত রূপ তুলে ধরে তাদেরকে চরিত্রবান করে গড়ে তুলতে চায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 'যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য দ্বীন তালাশ করবে, তা তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না এবং আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*।

'সোনামণি' সংগঠন শিশু-কিশোরদের মধ্যে ইসলামের আলো ফুটিয়ে তুলে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়। কোন অসৎ চরিত্রের ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি পেতে পারে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাই, তাকে অবশ্যই ঈমানদার, সৎকর্মশীল ও চরিত্রবান হতে হবে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ-جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ 'নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, তারাই হল সৃষ্টির সেরা। তাদের জন্য প্রতিদান রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকটে চিরস্থায়ী বসবাসের বাগিচাসমূহ; যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নদী সমূহ। যেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর উপরে সন্তুষ্ট। এটা তার জন্য, যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে' *(বাইয়েনাহ ৯৮/৭-৮)*।

তাই বুঝা যাচ্ছে যে, 'সোনামণি' সংগঠন তার নামকরণ এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে মুমিন, মুত্তাক্বী ও চরিত্রবান মানুষ তৈরীর কাজে ব্যাপৃত।

মূলমন্ত্র

'সোনামণি' সংগঠন যে মূলমন্ত্র নির্ধারণ করেছে তা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় যে, তার মধ্যে চরিত্রবান মানুষ গড়ার বীজ লুক্কায়িত রয়েছে। তাহল **'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে নিজেকে গড়া'**।

আলোচ্য মূলমন্ত্র সোনামণিসহ পৃথিবীর সকল মানুষের গ্রহণ করা উচিত। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসকে কামনা করে এবং আল্লাহকে অধিকহারে স্মরণ করে' *(আহযাব ৩৩/২১)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قِيلَ: وَمَنْ أَبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى 'অস্বীকারকারী ব্যতীত আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, কে অস্বীকার করে? তিনি বলেন, যে আমার আনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার নাফরমানী করবে সেই হল অস্বীকারকারী' *(বুখারী হা/৭২৮০; মিশকাত হা/১৪৩)*।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ 'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষ অপেক্ষা প্রিয়তর হব' *(বুখারী হা/১৫; মুসলিম হা/৪৪; মিশকাত হা/৭)*।

অপর হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِيْ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ 'যেই প্রতিপালকের হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম! এ উম্মতের যে কেউ চাই ইহূদী হোক বা খ্রিস্টান হোক আমার রিসালাত সম্পর্কে শুনবে এবং আমার প্রেরিত শরী'আতের উপর ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করবে সে অবশ্যই জাহান্নামী' *(মুসলিম হা/১৫৩; মিশকাত হা/১০)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন সকল প্রকার মানবিক গুণে গুণান্বিত এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। বন্ধু ও শত্রু সকলের মুখে সমভাবে তাঁর অনুপম চরিত্র মাধুর্যের প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে। কঠোর প্রতিপক্ষ আবু সুফিয়ান সম্রাট হেরাক্লিয়াসের সম্মুখে অকুণ্ঠ চিত্তে তাঁর সততা, আমানতদারী ও সচ্চরিত্রতার উচ্চ প্রশংসা করেছেন *(বুখারী হা/৭)*। আল্লাহ পাক নিজেই স্বীয় রাসূলের প্রশংসায় বলেন, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ 'নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী' *(ক্বলম ৬৮/৪)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ। 'আমি প্রেরিত হয়েছি সর্বোত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্য' *(হাকেম হা/৪২২১; ছহীহাহ হা/৪; মিশকাত হা/৫০৯৬)*। তাই দেখা যায় নবুওয়াত পূর্ব জীবনে সকলের নিকট প্রশংসিত হিসাবে তিনি ছিলেন আল-আমীন (বিশ্বস্ত ও আমানতদার) এবং নবুঅত পরবর্তী জীবনে চরম শত্রুতাপূর্ণ পরিবেশেও তিনি ছিলেন ধৈর্য ও সহনশীলতা, লজ্জা ও ক্ষমাশীলতা প্রভৃতি অনন্য গুণাবলীর জীবন্ত প্রতীক *(সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ৭৮১)*।

পূর্ণচন্দ্রের সৌন্দর্য বর্ণনা করা এবং খালি চোখে আকাশের তারকারাজি গণনা যেরূপ অসম্ভব, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর চরিত্র মাধুর্য ও অতুলনীয় গুণাবলী বর্ণনা করা অনুরূপভাবে অসম্ভব। তাই 'সোনামণি' সংগঠন পৃথিবীর কোন ব্যক্তির আদর্শে নয় বরং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আদর্শে শিশু-কিশোরদের চরিত্রবান করে গড়ে তুলতে উক্ত মূলমন্ত্রের আলোকে কাজ করে যাচ্ছে।

[চলবে]

'যে মানুষ যত বেশী কুরআন ও হাদীছের জ্ঞান চর্চা করবে, সে তত বেশী অজানা বিষয় জানতে পারবে ও নিত্য-নতুন কল্যাণ লাভে ধন্য হবে'

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

জান্নাতে যাওয়ার সহজ পথ

রবীউল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি

(শেষ কিস্তি)

সৎকর্মে অবিচল ব্যক্তি

জান্নাতী ব্যক্তিদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তারা সর্বদা সৎকর্মের উপর দৃঢ় থাকবে। কখনো সৎ আমলের সাথে শিরক ও বিদ'আত মিশ্রিত করবে না। প্রকাশ্য ও গোপন শিরক হতে মুক্ত থেকে নির্ভেজাল তাওহীদে বিশ্বাস এবং শরী'আত অনুমোদিত নেক আমল করবে। আল্লাহ বলেন, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا 'অতএব যে ব্যক্তি তার প্রভুর সাক্ষাত কামনা করে। সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে' *(কাহফ ১৮/১১০)*।

লজ্জাশীলতা অবলম্বনকারী

লজ্জা মানুষের অমূল্য ভূষণ। কোন মানুষ যদি লজ্জাশীল হয় তাহলে আল্লাহ তাকে তার বিনিময়ে জান্নাত দান করবেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ 'লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। আর ঈমানের বিনিময় হল জান্নাত। পক্ষান্তরে নির্লজ্জতা দুশ্চরিত্রের অঙ্গ। আর দুশ্চরিত্রতার স্থান জাহান্নাম' *(তিরমিযী হা/২০০৯)*।

প্রার্থনায় ধৈর্যধারণকারী

যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য একমাত্র আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করতে হবে। সেই সাথে চাওয়া বিষয় পাওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করা যাবে না; বরং ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'আর যারা এই বলে প্রার্থনা করে যে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের মাধ্যমে চক্ষুশীতলকারী বংশধারা দান কর এবং আমাদেরকে আল্লাহভীরুদের জন্য আদর্শ বানাও। তাদেরকে তাদের ধৈর্যের প্রতিদানস্বরূপ জান্নাতের কক্ষ দেওয়া হবে এবং তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা দেওয়া হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে' *(ফুরক্বান ২৫/৭৫-৭৬)*।

কর্য প্রদানকারী

কর্য বা ঋণ প্রদানের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক ভাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি পায়। এজন্য সম্পদশালী ব্যক্তিদের উচিত বেশি বেশি ঋণ প্রদান করা। অসহায় মানুষের পাশে থেকে দয়ার হাতকে বাড়িয়ে দেয়া। যাতে করে গরিব মানুষেরা সূদমুক্ত জীবন যাপন করতে পারে।

ঋণ প্রদানকারীর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'এক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করে দেখল জান্নাতের দরজায় লেখা আছে দানের নেকী দশ গুণ, আর কর্য প্রদানের নেকী আঠারো গুণ' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪৮১)*। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে অবকাশ দিবে অথবা ঋণ ক্ষমা করে দিবে আল্লাহ তাবে ক্বিয়ামতের দিন দুঃখ-কষ্ট হতে মুক্তি দিবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০৩)*। আবু ইয়াসার (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللهُ فِى ظِلِّهِ 'যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে অবকাশ দিবে অথবা ঋণ মাফ করে দিবে আল্লাহ তাবে ক্বিয়ামতের দিন রহমতের এক বিশেষ ছায়া দান করবেন' *(মুসলিম হা/৩০০৬; মিশকাত হা/২৯০৪)*। তবে ঋণ গ্রহীতার উচিত, ঋণ পরিশোধ করতে সমর্থ হলেই তা পরিশোধ করা। কোন ভাবে ঋণ পরিশোধে বাহানা করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ 'ঋণ পরিশোধে বাহানাকারী যালেমের অন্তর্ভুক্ত' *(বুখারী হা/২৪০০; মুসলিম হা/৫১৬৪)*।

সত্যবাদিতা অবলম্বনকারী

সর্বদা সত্য কথা বলা এবং সত্য পথ অবলম্বন করা জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম মাধ্যম। আব্দুল্লাহ (রাঃ) নবী (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا 'সত্যবাদিতা ব্যক্তিকে নেকীর দিকে পরিচালিত করে আর নেকী তাকে জান্নাতের পথ দেখায়। আর মানুষ সত্য কথা বলতে বলতে অবশেষে সত্যবাদীর মর্যাদা লাভ করে' *(বুখারী হা/৬০৯৪)*। আমাদের সর্বদা সত্য কথা বলতে হবে। কখনো মযাক করেও মিথ্যা কথা বলা যাবে। যদি আমরা মযাক করে মিথ্যা কথা বলা পরিহার করতে পারি তাহলেও তার বিনিময়ে আল্লাহ

আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাতের মাঝামাঝি একটি ঘর নিয়ে দেওয়ার জন্য যামিন, যে মিথ্যা পরিহার করে মযাক করে হলেও' *(আবুদাঊদ হা/৪৮০০; আত-তারগীব হা/৪১৭৯)*।

আযানের উত্তর প্রদানকারী

মুওয়ায্যিন যখন আযান দেন তখন তার উত্তর প্রদান করা অত্যন্ত নেকীর কাজ। কোন ব্যক্তি যদি আল্লাভীতির সাথে আযানের উত্তর দেয় তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন। ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন মুওয়ায্যিন বলে, 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার' যদি তোমাদের কেউ বলে, 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার' অতঃপর যখন মুওয়ায্যিন বলে, 'আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সেও বলে, 'আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', মুওয়ায্যিন বলে, 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' সেও বলে, 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ', এরপর মুওয়ায্যিন বলে, 'হাইয়া আলাছ ছালাহ' সেও বলে, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ', পুনরায় যখন মুওয়ায্যিন বলে, 'হাইয়া আলাল ফালাহ' সে বলে, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ', পরে যখন মুওয়ায্যিন বলে, 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার' সেও বলে, 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার'। অতঃপর যখন মুওয়ায্যিন বলে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', সেও বলে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। আর এই বাক্যগুলো মনে প্রাণে ভয়-ভীতি নিয়ে বলে, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(মুসলিম হা/৩৮৫; মিশকাত/৬৫৮)*।

সূরা ইখলাছের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনকারী

সূরা ইখলাছের মাঝে তাওহীদের মর্মবাণী লুকিয়ে আছে। এজন্য সূরা ইখলাছের প্রতি ভালোবাসার গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। আনাস (রাঃ) বলেন, একদা এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি এই সূরা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' ভালোবাসি। রাসূলুল্লাহ বললেন, إِنَّ حُبَّكَ إِيَّاهَا يُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ 'উহার প্রতি তোমার ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে পৌঁছে দেবে' *(তিরমিযী হা/২৯০১)*।

ক্ষুধার্ত রাসূল (ছাঃ)

নাজমুন্নাহার
রসূলপুর, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'কোন একদিন বা রাতের বেলায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বের হয়েই আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-কে দেখতে পেলেন। রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কোন জিনিস তোমাদের উভয়কে এ মুহূর্তে ঘর হতে বের হতে বাধ্য করেছে? তারা উভয়ে বললেন, ক্ষুধার তাড়না। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, সে মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যে জিনিস তোমাদের দু'জনকে বের করেছে, আমাকেও সে জিনিস বের করেছে। আচ্ছা! চলো। অতঃপর তাঁরা রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে চললেন এবং জনৈক আনছারীর বাড়ীতে আসলেন। তখন তিনি ঘরে ছিলেন না। যখনই আনছারীর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখতে পেলেন, তখন তিনি তাঁকে খোশ আমদেদ জানালেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, অমুক (অর্থাৎ তোমার স্বামী) কোথায়? তিনি বললেন, তিনি আমাদের জন্য মিষ্টি পানি আনতে গিয়েছেন। ঠিক এমন সময় আনছারী এসে উপস্থিত হলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়কে দেখে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! আজকের দিন আমার মতো সম্মানিত মেহমানের সৌভাগ্য লাভকারী আর কেউই নেই।

বর্ণনাকারী (রাবী) বলেন, এ কথা বলেই তিনি বাগানে চলে গেলেন এবং মেহমানদের জন্য এমন একটি খেজুরের ছড়া নিয়ে আসলেন, যার মধ্যে পাকা, শুকনা ও কাঁচা হরেক রকমের খেজুর ছিল। অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, অনুগ্রহ করে আপনারা এটা হতে খেতে থাকুন। অতঃপর তিনি একখানা ছুরি হাতে নিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে রাসূল (ছাঃ) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, সাবধান! দুধওয়ালা বকরী যবহ করবে না। অবশেষে তিনি তাদের জন্য একটি বকরী যবহ করলেন। তাঁরা বকরীর গোশত ও খেজুরের ছড়া হতে খেলেন এবং পানি পান করলেন। যখন তাঁরা খাদ্য ও পানীয় দ্বারা পরিতৃপ্ত হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বললেন, সেই মহান সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, ক্বিয়ামতের দিন নিশ্চয় তোমরা এ সমস্ত নে'মত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। ক্ষুধা তোমাদেরকে নিজ নিজ ঘর হতে বের করেছিল, অতঃপর গৃহে ফিরে যাওয়ার পূর্বেই তোমরা এ সমস্ত নে'মত লাভ করলে' *(মুসলিম হা/২০৩৮; মিশকাত হা/৪২৬৪)*।

ছালাতের প্রয়োজনীয় দো'আ সমূহ

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক।

ওযূর দো'আ

'বিসমিল্লাহ' বলে ওযূর শুরু করবে *(তিরমিযী হা/২৫; মিশকাত হা/৪০২)*।

ওযূ শেষে পড়বে-

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ-

উচ্চারণ : *আশহাদু আল্লাইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্দাহূ লাশারীকালাহূ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহূ ওয়া রাসূলুহূ।*

অর্থ : 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল'।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করে কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করবে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে, যেটা দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করবে'।

এরপর পড়বে-

اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ-

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মাজ'আলনী মিনাত তাউওয়াবীনা ওয়াজ'আলনী মিনাল মুতাত্বহ্হিরীন।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের মধ্যে শামিল করে নাও' *(মুসলিম হা/২৩৪; মিশকাত হা/২৮৯)*।

উল্লেখ্য, ওযূর শুরুর দো'আ ও শেষের দো'আ ছাড়া মাঝখানে কোন দো'আ নেই। ওযূর প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত করার সময় যেসব দো'আর কথা বাজারে প্রচলিত বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, এর কোন ছহীহ ভিত্তি নেই।

মসজিদে প্রবেশের দো'আ :

اَللَّهُمَّ افْتَحْ لِىْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ-

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মাফ্তাহ্লী আবওয়া-বা রহমাতিকা।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমার জন্য তুমি তোমার রহমতের দরজা সমূহ খুলে দাও' *(মুসলিম হা/৭১৩; মিশকাত হা/৭০৩)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন বলতেন,

أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ-

উচ্চারণ : *আ'ঊযুবিল্লা-হিল 'আযীমি ওয়া বিওয়াজহিহিল কারীমি ওয়া সুলত্বা-নিহিল ক্বদীমি মিনাশ্ শাইত্বা-নির রজীম।*

অর্থ : 'মহান আল্লাহ্র, তাঁর সম্মানিত চেহারার ও তাঁর অনাদি ক্ষমতার অসীলায় বিতাড়িত শয়তান হতে আমি আশ্রয় চাচ্ছি'।

ফযীলত : নবী করীম (ছাঃ) বলেন, যখন কেউ উক্ত দো'আ পড়ে তখন শয়তান বলে, আমা হতে সে সারা দিনের জন্য রক্ষা পেল *(আবূদাঊদ হা/৪৬৬; মিশকাত হা/৭৪৯)*।

মসজিদে প্রবেশের সময় প্রথমে ডান পা এবং বের হওয়ার সময় প্রথমে বাম পা রাখবে *(হাকেম হা/৭৯১; ছহীহাহ হা/২৪৭৮)*।

কা'বা গৃহ দর্শনের দো'আ :

কা'বা গৃহ দেখা মাত্রই দু'হাত উঁচু করে নিচের দো'আ পড়া যায়, যা ওমর (রাঃ) পড়েছিলেন-

اَللَّهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلاَمِ-

উচ্চারণ : *আল্লাহুম্মা আনতাস সালামু ওয়া মিনকাস সালামু, ফাহাইয়েনা রব্বানা বিসসালাম।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আপনি শান্তি, আপনার থেকেই শান্তি আসে। অতএব হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে শান্তির সাথে বাঁচিয়ে রাখুন'।

*(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : **মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম** প্রণীত 'ছহীহ কিতাবুদ্ দো'আ' শীর্ষক গ্রন্থ, পৃ. ৩৫-৩৬)*।

মাদক পরিহারে অভিনব কৌশল

রবীউল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

আব্দুর রহমান গ্রামের একজন অতি সরল প্রাণ মানুষ। আচরণ অত্যন্ত মার্জিত। কোন দিন কারো ক্ষতি করেন না, বরং পারলে উপকার করতে চেষ্টা করেন। অতিথি পেলে মহা খুশী। মাঝে মধ্যে চলন্ত রাস্তার ফকীর-মিসকীন নিয়ে এসে নিজের ভাগের উত্তম খাবার টুকু খাওয়ায়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। কিন্তু তার বিড়ি-সিগারেট পানের বদ অভ্যাস ছিল। যার কারণে ভদ্র মানুষেরা তার সাথে মিশতে চাইতো না। কথা বললে দূর থেকে বলত।

একদিন এমনি এক দৃশ্য দেখল তাহমীদ। গ্রামের এক মুরব্বী চাচা আব্দুর রহমান ছাহেবের সাথে কথা বলছেন বেশ দূর থেকে। এ দৃশ্য দেখে তাহমীদ মুরব্বী চাচাকে বলল, চাচা আপনি আব্দুর রহমান ছাহেবের সাথে এতো দূর থেকে কথা বলছিলেন কেন? চাইলে তো কাছে বসে কথা বলতে পারতেন। মুরব্বী চাচা বললেন, শোন তাহমীদ! তুমি তো ছোট্ট মানুষ, এসব বিষয় বুঝবেনা। তাহমীদ বলল, কেন! আপনি বললেই তো আমি বুঝব। মুরব্বী চাচা বললেন, দেখ তাহমীদ আব্দুর রহমান ছাহেব এমনিতে ভালো মানুষ। কিন্তু তার বিড়ি-সিগারেট পানের বদ অভ্যাসের কারণে কেউ তার সাথে মিশে না। তার কাছে গেলে বিড়ির দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। তাই আমি দূর থেকে কথা বলছিলাম। তাহমীদ চিন্তা করল, আব্দুর রহমান ছাহেব একজন সহজ-সরল মানুষ। তার পরেও তার সাথে কেউ মেশে না; বরং তারা তাকে ঘৃণা করছে? তাই আমি তাকে এ পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

এ বলে তাহমীদ সোজা আব্দুর রহমানের কাছে চলে গেল। পৌঁছে সালাম দিয়ে মুছাফাহা করল। আব্দুর রহমান ছাহেব অপলোক চোখে তাহমীদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কেউ কোনদিন এরূপ কাছে মেশে না। সবাই দূর থেকে কথা বলে। আব্দুর রহমান ছাহেব বললেন, তুমি কে? তাহমীদ বলল, আমি আপনারই একজন হিতাকাঙ্ক্ষী। আপনাদের দু'জনের কথার দৃশ্য দেখে

আপনার কাছে আসলাম। এতো দূর থেকে কথা বললেন, কাছাকাছি হলেন না কেন? আব্দুর রহমান ছাহেব বললেন, দেখ বাবা আমি বিড়ি পান করি তো তাই। তাহমীদ বলল, আপনি এই বদ অভ্যাস ছেড়ে দিলেই তো পারেন। তিনি বললেন, আমি দু'দিন না খেয়ে থাকতে পারব। আত্মীয়-স্বজনদের মায়া পরিত্যাগ করতে পারব। কিন্তু বিড়ি পান পরিত্যাগ করতে পারব না। তাহমীদ বলল, ঠিক আছে। তবে আমার একটা কথা রাখতে হবে। তিনি বললেন, কি কথা? তাহমীদ বলল, আজ থেকে আমি আপনাকে বিড়ি কিনে দিব। তবে আমি যেভাবে দিব সেভাবে পান করতে হবে। তিনি বললেন, ঠিক আছে তাই হবে।

তাহমীদ প্রথম দিন তার ইচ্ছা মত বিড়ি কিনে দিল। তিনি সারা দিনে বিড়ি পান করলেন ২০টা। এভাবে তাহমীদ ১ সপ্তাহে ২০টি করে বিড়ি কিনে দিলেন। পরের সপ্তাহে দিল ১৯টি। তার পরের সপ্তাহে দিল ১৮টি। এভাবে পর্যায়ক্রমে ১টি করে কমাতে থাকল। এক পর্যায়ে ২০টির পরিবর্তে ১টি হয়ে গেল। যে মানুষের দিনে ২০টি বিড়ি না পান করলে চলত না, তার এখন সারা দিনে ১টি বিড়ি হলেই চলে। কোনই অসুবিধা হয় না।

তাহমীদ বলল, চাচা আপনি সেই দিনের কথা চিন্তা করুন তো যেদিন বলেছিলেন, পানাহার ছাড়তে পারব, আত্মীয়-স্বজন ছাড়তে পারব, কিন্তু বিড়ি ছাড়তে পারব না। আব্দুর রহমান ছাহেব হাতের বিড়িটা পায়ের জুতার নিচে ফেলে মাটিতে পিষে দিলেন। আর তাহমীদকে বুকে জড়িয়ে ধরে অঝরে কাঁন্না করতে করতে বললেন, এভাবেই আমি বিড়ি পান করতে শিখেছিলাম যেভাবে তুমি আমাকে বিড়ি ছাড়তে শিখালে।

শিক্ষা

১. যাবতীয় নেশাদার দ্রব্য হারাম। যা থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মুমিনের অপরিহায্য কর্তব্য।

২. নেশা এবং যাবতীয় বদ অভ্যাস একদিনে তৈরী হয় না। ধীরে ধীরে তৈরী হয়। তাই যাবতীয় নেশা ও বদ অভ্যাস একবারে ছাড়তে কষ্ট হলে আসতে আসতে পরিত্যাগ করতে হবে।

৩. সৎ উপদেশ ও উত্তম আচরণের মাধ্যমে মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে হবে। উগ্র মেযাজী হওয়া যাবে না। তাহলে দাওয়াত ফলপ্রসূ হবে ইনশাআল্লাহ।

সফল শিক্ষার্থীর পথ চলা

আবু রায়হান
পরিচালক, সোনামণি রাজশাহী মহানগরী।

ক্লাসে প্রথম হওয়ার জন্য অসাধারণ মেধাবী হওয়ার প্রয়োজন নেই। আসলে ক্লাসে প্রথম হওয়া থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রথম হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি। অর্থাৎ একজন শিক্ষার্থী তার জীবনে পরিপূর্ণতার স্বাদ পেতে পারে, সেরা ছাত্র বা ছাত্রী হতে পারে, যদি তার জীবনযাত্রায় আনতে পারে ইতিবাচক পরিবর্তন।

আত্মনির্ভরশিলতা

সবার আগে আমাদের যে বিষয়টি করতে হবে তা হল নিজের উপর বিশ্বাস। কিভাবে নিজের উপর বিশ্বাস করব? একটি শিশুকে যখন আদর করে কোলে নিয়ে উপর দিকে শূন্যে তুলা হয়। তখন সে হাসে। অথচ তার উচিৎ ছিল নীচে পড়ে যাওয়ার ভয়ে কান্না করার। সে কান্না করছে না, কেন জানো? কারণ সে বিশ্বাস করে আমাকে মাটিতে পড়তে দেওয়া হবে না।

একটি অবুঝ শিশু যদি মানুষকে বিশ্বাস করতে পারে, তাহলে আমরা কেন নিজেরাই নিজেদেরকে বিশ্বাস করতে পারি না। আশ্চর্যের বিষয় হলেও সত্য যে, আমরা অন্যকে খুব সহজেই বিশ্বাস করি। কিন্তু নিজেকেই বিশ্বাস করতে পারি না।

ক্লাসে যে ছেলেটা সব সময় ভালো রেজাল্ট করে। আমরা তাকে খুব মেধাবী মনে করি। আর নিজেকে মনে করি আমি মেধাবী হওয়ার যোগ্য না।

সোনামণি বন্ধুরা! একটু কল্পনা করে দেখ, যখন তুমি খুব ছোট্ট ছিলে তখন তোমার আব্বুর কাছে কিছু চাইলে তুমি কিভাবে বলতে?

আব্বু আমার এই জিনিসটা লাগবেই লাগবে। তখন তোমরা খুব আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে। আমি এটা নিয়েই ছাড়ব। আর ঠিকই একদিন তুমি তোমার আব্বুর কাছ থেকে নিয়েই ছাড়তে। তাহলে তোমার ছোট বেলার নিজের উপর যে বিশ্বাস ছিল; তা কিন্তু তুমি নিজেই আস্তে আস্তে নষ্ট করে ফেলেছ।

তুমি দেখ তোমার ক্লাসে যে ছেলেটাকে তুমি মেধাবী বল। সে ছেলে যে দেশে বাস করে তুমিও সেই দেশে বাস কর। সে যে ভাত-রুটি খায় তুমিও একই খাবার খাও। তুমি হয়তো জানো না। তোমার একটা মাথা। সে মেধাবী ছেলেরও একটা মাথা। তাহলে কি করে ঐ ছেলেটা মেধাবী হল? হ্যাঁ ও মেধাবী আর তুমি তার বিপরীত হওয়ার কারণ হল, সে নিজের উপর বিশ্বাস করে। আর তুমি নিজের উপর বিশ্বাস কর না।

তুমিও যদি ভয় না করে নিজেকে বিশ্বাস করে সাহস দেখিয়ে বইটা হাতে নিয়ে পড়তে থাক, তাহলে তুমিও একদিন তোমার ক্লাসের মেধাবী ছেলেটাকে ছাড়িয়ে যাবে। শুধু দরকার কিছু নিয়ম মেনে পড়াশুনা করা।

চল আমরা তা সংক্ষেপে জেনে নেই-

শিকাগোর ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয়েস-এর শিক্ষা বিষয়ক প্রফেসর হার্বার্ট ওয়ালবার্গ-এর মতে, সবচেয়ে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা সব সময় টপ রেজাল্ট করতে পারে না। দেখা গেছে, বেশি মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় ভালো রেজাল্ট করে অপেক্ষাকৃত কম মেধাবীরা। কারণ অতিরিক্ত মেধাবীদের মধ্যে অল্প পড়ালেখা করলেই ভালো রেজাল্ট করতে পারি এমন মনোভাব কাজ করে। এই দম্ভের জন্য তার মধ্যে কাজে লেগে থাকার গুণটি থাকে না। সে ক্লাসে পড়াশোনায় কখনো ১ম হলেও পরবর্তী জীবনে এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারে না।

আসলে সবচেয়ে বড় সত্য হচ্ছে এই যে, ক্লাসে প্রথম হওয়ার যোগ্যতা আমাদের সবারই আছে। কিন্তু আমরা হতে পারি না। কারণ আমরা আমাদের ভেতরের শক্তিটাকে অনুভব করি না।

তাই যতক্ষণ না তুমি নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছ, প্রথম হওয়ার জন্য প্রচণ্ড ইচ্ছা অনুভব না করছ, ভবিষ্যতের জন্য নিজের সম্ভাবনাকে উপলব্ধি না করছ ততক্ষণ পর্যন্ত খারাপ রেজাল্ট তোমার পিছু ছাড়বে না। আর এমনটি ভাবতে না পারার কারণ হচ্ছে দুর্দশার বৃত্ত। এই বৃত্ত ভাঙার দায়িত্ব নিতে হবে তোমাকেই।

লক্ষ্য নির্ধারণ ও তার উপর অবিচলতা

সোনামণি বন্ধুরা! তোমরা হয়তো অনেকেই বলতে পারবে না, তোমার জীবনের লক্ষ্য কী। আর লক্ষ্য ঠিক নেই বলেই তুমি ভালো পড়াশুনা করতে পার না। অথচ তুমি যাকে মেধাবী বলছ সে কিন্তু ঠিকই তার লক্ষ্য ঠিক করে রেখেছে।

লক্ষ্যহীন জীবন হল, দাঁড় ছাড়া নৌকার মত। দাঁড় না থাকলে মাঝি যেমন নৌকাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, দিক হারিয়ে ফেলে। ঠিক তেমনি লক্ষ্য ছাড়া পড়াশুনা কোথায় থামবে আর কি করবে তার নিশ্চয়তা নেই।

যেমন তুমি মাদ্রাসার ড্রেস পরে সকাল বেলা বাড়ী হতে বের হবে। তখন তোমার লক্ষ্য থাকে মাদ্রাসায় যাওয়ার। আর ঠিকই তুমি নির্দিষ্ট সময়ের আগে পৌঁছে যাও। কিন্তু তুমি যদি এমনিতেই কোথাও সময় ও স্থান নির্দিষ্ট না করে বের হও, তখন তুমি নিজেও জাননা যে তুমি কোথায় কখন পৌঁছবে। তাই ভালো ছাত্র হতে হলে অবশ্যই তোমাকে একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে।

তোমরা হয়তো টমাস আলভা এডিসনের নাম শুনেছ। তিনি 'বৈদ্যুতিক বাল্ব' আবিষ্কার করতে গিয়ে ৯৯৯৯ বার ব্যর্থ হয়েছেন। বারবার ব্যর্থ হওয়ার পরেও তিনি তার লক্ষ্য ঠিক রেখেছিলেন। লক্ষ্য ঠিক রাখার জন্যই তিনি ১,০০০ বার এর বেলাই সফল হয়েছিলেন। অথচ এই টমাস আলভা এডিসনকে দুর্বল ব্রেনের কারণে স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল।

সোনামণি বন্ধুরা! তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম লক্ষ নির্ধারণ ও তার উপর অবিচলতার ফলাফল কত চমৎকার।

সময়কে নিয়ন্ত্রণ করা

ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে, Time and tide wait for none 'সময় এবং নদীর স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করেনা'।

আমরা হেলাখেলাই অনেক সময় নষ্ট করে ফেলি। আমরা ভাবি যে এখন না পড়ে একটু পরে পড়ব। কিন্তু একটু পরে পড়তে পড়তে সময় চলে যায়। পড়ার সময় হয়না।

তোমরা হয় তো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম শুনে থাকবে। তিনি রাতের বেলা রাস্তার লাইটের নিচে বসে পড়াশুনা করেছেন। যদি তিনি ভাবতেন রাতে নয়, দিনের বেলাই পড়ব। এখন রাত সারারাত ঘুমাই। তাহলে তিনি হয়তো সফল ব্যক্তি হতে পারতেন না। কেননা অত্যন্ত দরিদ্র হওয়ায় তাকে দিনের বেলা অন্য কাজে সময় দিতে হত। তাই সময় নির্ধারণ করে রাতে পড়াটাই তার জন্য যরূরী ছিল।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে সময়ের শপথ করেছেন। এতে সময়ের সদ্ব্যব্যবহার করতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কল্পনা কর, এখন তোমার পড়ার সময়, তুমি ভাবছ এখন না, পরে পড়ব। তাহলে বল, তুমি তোমার পড়ার সময়ে পড়তে পারলে না। তাহলে কী করে তুমি অসময়ে পড়তে বসবে?

তাই আমাদের দরকার পড়ার সময় পড়া, খেলার সময় খেলা আর ঘুমের সময় ঘুমানো। তবেই সময়ের নিয়ন্ত্রণ করে সফল শিক্ষার্থীর পথে হাঁটতে পারব ইনশাআল্লাহ।

ভালো শিক্ষার্থীরা এই বিষয়টির গুরুত্ব বোঝে। তাই তারা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দৈনন্দিন কাজের একটি রুটিন তৈরী করে। এভাবে তাদের জীবনে সৃষ্টি হয় কর্মছন্দ। ফলে পড়ালেখায় সাফল্য আসে সহজে। আর এই রুটিন অনুযায়ী প্রতিটি কাজ সময় মতো করার অভ্যাস যদি তুমি গড়তে পার তবে লাভবান হবে সামগ্রিক জীবনে।

বড় স্বার্থের জন্যে ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ

আমরা সবাই ভালো কিছু করতে চাই। সফল হতে চাই। কিন্তু আমাদের অধিকাংশের কাছে এই চাওয়াটা শুধু চাওয়াতে সীমাবদ্ধ। আমরা চাই মাঝে মাঝে পড়ালেখা করব, আড্ডা দেবো, গল্পের বই পড়ব। জীবনটাকে তো উপভোগ করতে হবে! তারপর যদি পরীক্ষায় এ প্লাস না পাই তাহলে পরে হায় হায়!

কিন্তু একজন ফার্স্ট বয় কি এভাবে ভাবে? ভাবে না। তার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, পড়ালেখা এবং ফার্স্ট হওয়া। এর জন্য যা যা করা দরকার,

যেভাবে করা দরকার এবং যা বর্জন করা দরকার, সে তা-ই করে। তাই তুমিও ঠিক কর, প্রয়োজনে কোনটি ত্যাগ করবে?

প্রবাদ আছে 'ছবরে মেওয়া ফলে'। অর্থাৎ ধৈর্য ধারণ করে এখনকার কাজটি শেষ করলেই ফলাফল ভালো হবে।

সোনামণি বন্ধুরা! তোমরা লক্ষ্য করলে দেখবে তোমার ক্লাসে যে মেধাবী ছাত্র, সে কিন্তু পড়া শেষ না করে খেলা করা বা অন্য কোথাও অবহেলায় সময় নষ্ট করে না। তার মনও চাই খেলা করতে, বন্ধুদের সাথে বসে গল্প করতে। কিন্তু সে এমনটা করে না। কারণ সে জানে এখন তার মন যে আনন্দটা চাচ্ছে তার চেয়ে স্থায়ী আনন্দ লুকিয়ে আছে আজকের এই পড়ালেখার ব্যস্ততার মধ্যে। তাই সে বড় কিছু পাবার আশায় ক্ষুদ্র আনন্দ ত্যাগ করছে।

তোমরা হয়তো তিনজন শহীদ ছাহাবীর ত্যাগের কথা শুনে থাকবে। ইয়ারমুকের যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে তৃষ্ণায় একজন ছাহাবী পানি পানি বলে চিৎকার করছিলেন। তাঁর কাছে পানি নিয়ে যাওয়া হলে তার পাশেই আর একজন ছাহাবী তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পানির কথা বলে। তখন ১ম ছাহাবী বললেন, তুমি তাকে আগে পানি দাও। হয়তো সে আমার চাইতে বেশি পিপাসিত। ২য় ব্যক্তির কাছে পানি নিয়ে যাওয়া হল। পাশ থেকে আর একজন পানির জন্য চিৎকার করছে। ২য় ছাহাবী বললেন, তুমি তাকে আগে পানি দাও। হয়তো সে আমার চাইতে বেশি পিপাসিত। ৩য় ব্যক্তির কাছে পানি নিয়ে যেতেই দেখেন তিনি শাহাদাত বরণ করেছেন।

এবার ১ম ব্যক্তির কাছে ফিরে এসে দেখা গেল তিনিও মারা গেছেন। এবার ২য় ব্যক্তির কাছে ফিরে এসে দেখা গেল তিনিও মারা গেছেন। তারা অপর জনের জন্য নিজের প্রাণের ভয়ও করলেন না *(আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৭/৮-১১)*।

তারা চাইলে নিজেরা পানি পান করতে পারতেন। কিন্তু পানি পান করে সাময়িক শান্তি চাইনি। পরোপকারের মাধ্যমে পরকালের স্থায়ী সুখকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন।

তাই আমরা যদি ক্ষুদ্র স্বার্থগুলো ত্যাগ করে ভালোভাবে পড়াশুনা করি তাহলে বড় সফলতার দেখা পাব ইনশাআল্লাহ।

[চলবে]

ক বি তা গু চ্ছ

সৃষ্টির মহিমা

রাকীবুল ইসলাম
গাংনী, মেহেরপুর।

আয় সোনামণি আয় দেখে যা
প্রভুর সৃষ্টির মহিমা,
বিছানার মতো সাজানো ভূমি সমতল
খুঁটিহীন বিশাল নীলিমা।
গগনের একটি সূর্য আলোকিত করে
এতো বড় পৃথিবী
চন্দ্রের আলো আর তারার মেলা
সোনামণি তোরা দেখবি?
পাহাড়-পর্বত আয় দেখে যা
দেখে যা সাগর নদী,
ভারসাম্যে ভরা প্রভুর সৃষ্টি সব
গতিশীল চলছে নিরবধি।
বন-বনানী আর পাখ-পাখালি
দেখে যা সোনামণি,
কত চেহারা লাখ লাখ প্রজাতির
প্রত্যেকের পৃথক ধ্বনি।
আয় সোনামণি আয় দেখে যা
মানুষের বুদ্ধি কত
আকাশ মাটি নিয়ে চলছে গবেষণা
ছুটছে মানুষ অবিরত।
রাতদিন আল্লাহ্‌র কত মহিমা
প্রতিক্ষণ সবার জীবনে,
দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান কত সৃষ্টি
দেখা মিলবেনা জীবনে।

পানি পানের আদব

রেশমা খাতুন, ১০ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

এক দুই তিন
আল্লাহ তাওফীক দিন।
চার পাঁচ ছয়
নবীর পথে চলতে চাই।
সাত আট নয়
বসে পানি পান কতে হয়।
এক-এ শূন্য দশ
ডান হাতে গ্লাস নিয়ে বস।
এগারো বারো তেরো
ডান হাতে গ্লাস ধরো।
চৌদ্দ পনের ষোল
শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলো।
সতের আঠার উনিশ
শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ' না ভুলিস।
দুই এ শূন্য বিশ
তিন নিঃশ্বাসে পান করিস।

'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে লা'নত করেন। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন লাঞ্ছনাকর শাস্তি' (আহযাব ৩৪/৫৭)।

রহস্যময় পাথর!

মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

পাথরের জীবন নেই এটা সবাই জানেন। কিন্তু আপনি যখন শুনবেন যে পাথর পানি কে আকর্ষণ করে তখন কি বলবেন? নিশ্চয় আপনি কিছু সময়ের জন্য থ-হয়ে যাবেন। হ্যাঁ, জীবন নেই অথচ পানিকে আকর্ষণ করে পাথর।

সম্প্রতি এমনই কিছু পাথরের সন্ধান মিলেছে। পানিকে কেন্দ্র করে রহস্যময় এ পাথরগুলো বৃদ্ধিও পায়। আবার পাথরগুলো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাফেরাও করতে পারে।

এ পাথরকে বিজ্ঞানীরা বলছেন 'জীবন্ত পাথর'।

ইউরোপের বলকান অঞ্চলের রোমানিয়া দেশটিতে থাকা এ পাথরগুলো সময়ের সাথে সাথে আকারে বৃদ্ধি পায়। জানা গেছে, পাথরের উপর নিয়মিত পানি বা অতিবৃষ্টি হলে সেগুলো দ্রুতই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

রোমানিয়ার স্থানীয়রা এসব পাথরকে পৃথিবীর একমাত্র 'জীবন্ত পাথর' বলে উল্লেখ করেছেন।

হয়তো মনে হবে নির্জীব বস্তুর কেন পানির প্রতি আকর্ষণ?

বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেন, পাথরগুলোর পানির প্রতি একটা আকর্ষণ রয়েছে। রহস্যময় পাথরগুলোকে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, এই পাথরগুলোর ভেতরে অদ্ভুত শক্ত বালুর মতো পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নেই।

তবে পাথরের মধ্যে স্তর রয়েছে, যা অন্য সাধারণ পাথরে সাধারণত দেখা যায় না। রহস্যময় পাথরগুলোর বৃদ্ধি অনেকটাই চোখে পড়ার মতো। এই পাথরের পুরোটাই যে বৃদ্ধি পায় তাও নয়, এর শরীরের কোন কোন স্থান দিয়ে বাড়তি অংশ বৃদ্ধি পায়।

স্থানীয়রা এসব পাথরকে 'ট্রোভেন্টস' নামে ডেকে থাকেন। রহস্যময় এ পাথর রোমানিয়ার সব স্থানে পাওয়া যায় না। দেশটির প্রত্যন্ত গ্রাম কোসটেসতিতে এমন পাথরের সন্ধান মেলে।

সূত্র : www.bd24live.com

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষ অপেক্ষা প্রিয়তর হব'

(বুখারী হা/১৫; মুসলিম হা/৪৪; মিশকাত হা/৭)।

দেশ পরিচিতি

ব্রুনাই

দেশটি এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত।

সাংবিধানিক নাম : নিগারা ব্রুনাই দারুসসালাম।

রাজধানী : বন্দর সেরি বেগওয়ান।

আয়তন : ৫,৭৬৫ বর্গ কিলোমিটার।

লোকসংখ্যা : ৪,১৭,২০০ জন।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার : ১.৪%।

ভাষা : মালয়।

রাষ্ট্র ধর্ম : ইসলাম।

আইন সভা : শূরা পরিষদ।

মুদ্রা : ডলার।

সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় : মুসলিম (৭৫.১%)।

স্বাক্ষরতার হার (১৫+) : ৯৬%।

মাথাপিছু আয় : ৩৩,৮২৪ মার্কিন ডলার।

গড় আয়ু : ৭৯.০ বছর।

সরকার পদ্ধতি : নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র।

স্বাধীনতা লাভ : ১লা জানুয়ারী ১৯৮৪ সাল।

জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ : ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ সাল।

[সূত্র : নতুন বিশ্ব, ৪৯তম সংস্করণ, জানুয়ারী ২০২০, ৮ পৃ.]

ব্রুনাই জামে মসজিদ

যেলা পরিচিতি

ঝালকাঠি

প্রতিষ্ঠা : ১৯৮৪ সাল।

সীমা : ঝালকাঠি যেলার উত্তর ও পূর্বে বরিশাল যেলা, পশ্চিমে পিরোজপুর, দক্ষিণে বিশখালী নদী ও বরগুনা যেলা অবস্থিত।

আয়তন : ৭৫৮.০৬ বর্গ কিলোমিটার।

উপযেলা : ৪টি। ঝালকাঠি সদর, নলছিটি, রাজাপুর ও কাঁঠালিয়া।

পৌরসভা : ২টি। সদর ও নলছিটি।

ইউনিয়ন : ৩২টি।

গ্রাম : ৪৫২টি।

উল্লেখযোগ্য নদী : সুগন্ধা ও বিশখালী।

উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান : সুবাদারের কেল্লা, ঘোষাল রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ, নূরুল্লাপুর মঠ, পৌরসভার পুরাতন ভবন, সিভিলকোর্ট ভবন, সুরিচোড়া জামে মসজিদ ও নাদোর মসজিদ প্রভৃতি।

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব : মুহাম্মাদ শাহজাহান ওমর (বীর উত্তম), কামিনী রায় (কবি), শশাঙ্ক পাল (সাহিত্যিক) প্রমুখ।

[সূত্র : বাংলাপিডিয়া ও নতুন বিশ্ব, ৪৯তম সংস্করণ, জানুয়ারী ২০২০, ১২৯ পৃ.]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমার সকল উম্মাতই জান্নাতে প্রবেশ করবে, অস্বীকারী ব্যতীত। তারা বললেন, কে অস্বীকার করে? তিনি বলেন, যারা আমার অনুসরণ করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্য হবে সেই অস্বীকার করে' *(বুখারী হা/৭২৮০)*।

জানা-অজানা

আবু তাহের
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

১. চোখ খোলা রেখে হাঁচি দেয়া অসম্ভব!

২. আঙুলের ছাপের মত প্রত্যেক মানুষের জিহ্বার ছাপও ভিন্ন হয়।

৩. বাংলাদেশের বৃহত্তম উপজাতি 'চাকমা' ও ২য় বৃহত্তম উপজাতি 'সাঁওতাল'।

৪. টেলিফোনের আবিষ্কারক আলেকজান্ডার গ্রাহামবেল কখনো তার মা কিংবা তার স্ত্রীকে ফোন করেননি। কেননা তারা দু'জনেই বধির ছিলেন।

৫. একটি মৌমাছির ঝাঁকে ৩০,০০০ পর্যন্ত মৌমাছি থাকে!

৬. আমাদের ঘুম ভেঙ্গে যাবার ৫ মিনিট পরেই স্বপ্নের অর্ধেক স্মৃতি লোপ পায়!

৭. ঝামা পাথর হল একমাত্র পাথর, যা অনেক সময় পানির উপর ভাসে।

৮. মানব মস্তিষ্কের ৮০ ভাগই হল পানি।

৯. শরীরের সবচেয়ে শক্তিশালী পেশী হল জিহ্বা।

১০. প্রাপ্তবয়স্ক একটি উটপাখির ডিম প্রায় ১.৫ কেজি হয়।

১১. পশুদের মধ্যে জিরাফের জিহ্বা সবচেয়ে কালো!

১২. উত্তর আমেরিকার 'গোল্ডফিঞ্চ' নামক একটি পাখি সারা বছরই গোলাপী থাকে। শুধুমাত্র বসন্ত ঋতুতে উজ্জ্বল কমলা আকার ধারণ করে।

১৩. কুকুর আর বিড়ালও মানুষের মত ডানহাতি কিংবা বাহাতি হয়ে থাকে।

১৪. চাঁদ যখন আমাদের মাথার সরাসরি উপরে থাকে তখন আমাদের ওযন সামান্য হ্রাস পায়।

১৫. প্রজাপতি তার পায়ের পাতা দিয়ে স্বাদ নেয়।

১৬. মানুষের হাতের নখ পায়ের নখের তুলনায় ৩ গুণ দ্রুত বাড়ে।

১৭. শুক্র একমাত্র গ্রহ, যেটা ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরে।

১৮. পিঁপড়ার ফুসফুস ও কান নেই।

রাসূল মোদের মাথার মকুট, তাঁর সম্মান রাখব অটুট।

৯১ ঘণ্টা পর চার বছরের শিশু উদ্ধার

-সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

তুরস্কে শুক্রবারের ভূমিকম্পে ধ্বসে যাওয়া বিল্ডিংয়ের ভেতর থেকে মঙ্গলবার ৪ বছরের এক কন্যা শিশুকে ৯১ ঘণ্টা পর জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। ইজমির প্রদেশের বায়রাকলি যেলার একটি ভাঙ্গা দালানের ভেতর থেকে উদ্ধারকৃত ৪ বছরের এই শিশুটির নাম আয়দা গিজগিন। উদ্ধার হওয়া মানুষের মধ্যে সে ১০৭তম। উদ্ধারের পরই তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

তুরস্কের দুর্যোগ ও যরূরী ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের (এএফএডি) প্রধান মেহমেত গ্যাললুগলু টুইট বার্তায় জানান, বাচ্চা মেয়েটির উদ্ধারের ঘটনায় উদ্ধারকারীদের মধ্যে ব্যাপক আনন্দ বইছে। আয়দাকে উদ্ধারকারী কর্মী নুছরাত আকসয় বলেন, উদ্ধারের আগে ছোট্ট এই বাচ্চা হাত নাড়াচ্ছিল। আয়দাকে উদ্ধারের পর ধ্বসে যাওয়া বিল্ডিংয়ের বাইরে নিয়ে আসলে উপস্থিত জনতা 'আল্লাহু আকবার' শ্লোগান দিতে থাকেন।

(দৈনিক ইনকিলাব, ৪ঠা নভেম্বর, ২০২০)।

[আল্লাহ্র কি অফুরন্ত রহমত! এভাবেই তিনি তার বান্দাদের বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে থাকেন। তাই বান্দার উচিত, একমাত্র তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা। কেননা হায়াত আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। নির্দিষ্ট সময়ের আগে কেউ মৃত্যুবরণ করবে না। সাথে সাথে মৃত্যুর স্থানও আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ্র নিকট ক্বিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। আর তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং মায়ের পেটে যা আছে, তা তিনি জানেন। আর কেউ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে সে মারা যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত' (লোকমান ৩১/৩৪) -সম্পাদক]

'রাসূলের অপমানে যদি কাদেনা তোর মন,
মুসলিম নয় মুনাফিক তুই রাসূলের দুশমন'

-কাজী নজরুল ইসলাম

ট্রেন বাঁচালো দুই শিশু

-সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক।

বয়সে ছোট হলেও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে ট্রেন দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করে দুই শিশু। রেললাইন দিয়ে চলে যায় একটি ট্রেন। বিকট শব্দ শুনে লাইনের কাছে এগিয়ে এল দুই শিশু। দেখতে পেল ট্রেন চলে যাওয়ার পরই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে লাইন। এমন সময় লাইন দিয়ে আসছিল আরেকটি ট্রেন। বুদ্ধিমান দুই শিশু তাদের গলায় থাকা মাফলার তুলে ধরে ওড়াতে থাকল। তাদের সংকেত পেয়ে ব্রেক চাপলেন ট্রেনের চালক। দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল ট্রেনটি।

রাজশাহীর বাঘা উপযেলার আড়ানী স্টেশনের অদূরে ঝিনা রেলগেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এই দুই শিশু হল ঝিনা গ্রামের সুমন আলীর ছেলে শিহাবুর রহমান (৬) ও শহীদুল ইসলামের ছেলে টিটোন আলী (৭)।

আড়ানী স্টেশন মাস্টার নয়ন আহমাদ বলেন, সকাল সোয়া আটটার দিকে প্রথম কমিউটার ট্রেন পার করি। এরপর সিল্কসিটি ট্রেন পার হয়। এই ট্রেন পার হওয়ার সময় ঝিনা রেলগেটে বিকট শব্দ হয়। উৎসুক দুই শিশু সেখানে এগিয়ে যায়। গিয়ে তারা দেখতে পায় রেললাইন ভাঙা। সামনে ট্রেন আসতে দেখে তারা দু'জনে রেললাইনের ওপর লাল মাফলার টেনে ধরে। এতে ট্রেন থেমে যায়। এরপর আশপাশের মানুষ ছুটে আসে।

নয়ন আহমাদ বলেন, 'তারা বিষয়টি তাৎক্ষণিক আমাকে জানায়। মিস্ত্রিরা এসে দ্রুত লাইন মেরামত করলে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়। তেলবাহী ট্রেনটি খুলনা থেকে রাজশাহী যাচ্ছিল। ওই দুই শিশুর সাহসী পদক্ষেপের কারণে ট্রেনটি দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে'।

শিশু দু'টি বলে, তারা জমি থেকে বাড়ি ফিরছিল। এ সময় দেখে রেললাইন ভাঙা। আর ট্রেন আসতে দেখে তারা তাদের কাছের লাল মাফলার দিয়ে ট্রেন থামিয়ে দেয়।

ট্রেনের চালক কে এম মহিউদ্দীন বলেন, দুই শিশু মাফলার দিয়ে ট্রেন থামানোর সিগন্যাল দিচ্ছে দেখে তিনি প্রথমে গুরুত্ব দেননি। ভেবেছিলেন ট্রেন থামাবেন না। কিন্তু অনেক কাছে চলে যাওয়ার পরও ঐ দুই শিশু রেললাইন থেকে সরছে না দেখে তিনি ট্রেনটি থামিয়ে দেন। এতেই দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পায় ট্রেনটি।

সংগঠন পরিক্রমা

গুবিরপাড়া, তানোর, রাজশাহী ২৫শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার তানোর উপযেলাধীন গুবিরপাড়া আহলেহাদীছ মসজিদে 'সোনামণি' রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে অত্র উপযেলা পরিচালনা পরিষদ গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ অবুল কালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও রাজশাহী মহানগর 'সোনামণি'র পরিচালক আবু রায়হান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ ও 'সোনামণি'র বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল বৃন্দ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক লুৎফর রহমান মাস্টার। অনুষ্ঠান শেষে মুহাম্মাদ তুহীনকে পরিচালক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট উপযেলা পরিচালনা পরিষদ গঠন করা হয়।

সন্তোষপুর, শাহ মখদুম, রাজশাহী ১লা অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার শাহমখদুম থানাধীন সন্তোষপুর পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২০ উপলক্ষে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ কমিটির উপদেষ্টা আলহাজ্জ মকবূল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন রাজশাহী মহানগরের যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক আবু রায়হান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ও জাগরণী পরিবেশন করে তামান্না খাতুন।

রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ী ২৫শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার পাংশা উপযেলাধীন রঘুনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক আব্দুল্লাহ ত্বহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবু তাহের। অন্যান্যের মধ্যে

উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ আলী খান, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ ঈমান আলী, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয ইমরান হোসাইন ও জাগরণী পরিবেশন করেন মুহাম্মাদ ইমরান হোসাইন।

খয়েরসূতী, পবনা ৩০শে অক্টোবর শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন খয়েরসূতী চারমাথার মোড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২০-এর যেলা পর্যায়ের বাছাই পর্বের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক, মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য তারেকুযযামান, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম, মুঈনুল ইসলাম, মুহাম্মাদ মুসলিমুদ্দীন ও মুহাম্মাদ আবু তাহের। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলবৃন্দ। অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

সরনজাই, তানোর, রাজশাহী ৩১শে অক্টোবর শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় তানোর থানাধীন কাযীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২০-এর যেলা পর্যায়ের বাছাই পর্বের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা দুররুল হুদা। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম ও মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলবৃন্দ। অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

শীতে শিশুর বাড়তি যত্ন

ডা. মুহাম্মাদ আতিয়ার রহমান
সহকারী অধ্যাপক ও শিশু বিশেষজ্ঞ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

শীত পড়তে শুরু করেছে। আর শীতে শিশুরা একটু বেশিই অসুস্থ হয়ে পড়ে। তবে দুশ্চিন্তা না করে এ সময়টাতে শিশুদের বিশেষ পরিচর্যা নিলে শীতেও আপনার সোনামণি থাকবে সুস্থ। শীতে শিশুরা সাধারণত সর্দি, কাশি, গলাব্যথা, জ্বর, নিউমোনিয়ায় বেশি আক্রান্ত হয়। শীতে আবহাওয়া শুষ্ক ও ধুলাবালি থাকার কারণেই মূলত শিশুরা এসব রোগে আক্রান্ত হয়। তাই এ সময়টা অভিভাবকদের কিছুটা সচেতন থাকতে হবে।

সচেতন হউন

শিশুদের ঠাণ্ডা বাতাস এবং ধুলাবালি থেকে দূরে রাখতে হবে। যেহেতু শীতে এ রোগগুলো সংক্রামিত হয়, তাই যতটা সম্ভব শিশুদের জনবহুল জায়গায় কম নেয়াই ভালো। শিশুদের গামছা, রুমাল, তোয়ালে প্রভৃতি আলাদা হওয়া উচিত এবং আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি-কাশির সময় শিশুদের দূরে রাখা উচিত। শিশুদের স্কুলে অথবা বাইরে নিয়ে গেলে মুখে মাস্ক ব্যবহার করার অভ্যাস করাতে হবে। শিশুর এ ধরনের সমস্যায় আদা লেবু চা, গরম পানিতে গড়গড়া, মধু, তুলসি পাতার রস প্রভৃতি খাওয়ানো যেতে পারে। তবে সমস্যা বেশি হলে অবশ্যই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

গরম পানি

শিশুদের হালকা কুসুম গরম পানি পান ও ব্যবহার করানো উচিত। সকালে ঘুম থেকে উঠার পর দাঁত ব্রাশ করা, হাত-মুখ ধোয়া, খাওয়াসহ শিশুদের নানা কাজে হালকা কুসুম গরম পানি ব্যবহার করলে এ সময় শিশুরা ঠাণ্ডাজনিত সমস্যা থেকে অনেকটাই মুক্ত থাকবে। শীতেও শিশুকে নিয়মিত গোসল করাতে হবে। তবে গোসলের সময় শরীরের কাছাকাছি তাপমাত্রার হালকা গরম পানি ব্যবহার করা ভালো। তবে নবজাতক কিংবা ঠাণ্ডার সমস্যা আছে এমন শিশুর ক্ষেত্রে গরম পানিতে কাপড় ভিজিয়ে পুরো শরীর মুছে দেয়া যেতে পারে।

অনেকেই শিশুকে বেশি করে সরিষার তেল মাখিয়ে গোসল করিয়ে থাকেন। এতে গোসল শেষেও শিশুর চুল ভেজা থাকে এবং ঠাণ্ডা লাগে।

উষ্ণ পোশাক

শিশুদের অবশ্যই উলের পোশাক পরিয়ে রাখা উচিত। তবে চিকিৎসকের মতে শিশুদের সরাসরি উলের পোশাক পরানো ঠিক নয়। এতে উলের ক্ষুদ্র লোমে শিশুদের অ্যালার্জি হতে পারে। সুতি কাপড় পরিয়ে তার ওপর উলের পোশাক পরানো উচিত এবং পোশাকটি যেন নরম কাপড়ের হয়। কারণ খসখসে বা শক্ত কাপড়ে শিশুদের নরম ত্বকে সমস্যা দেখা দিতে পারে। তবে হালকা শীতে শিশুদের গরম পোশাকটি খুব বেশি গরম কাপড়ের হওয়া উচিত নয়। কারণ খুব বেশি গরম কাপড় পরালে গরমে ঘেমে শিশুর ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। শিশুদের রাতে ঘুমানোর আগে হালকা ফুল হাতা গেঞ্জি এবং সকালে স্কুল-মাদ্রাসায় যাওয়া-আসার পথে ও বিকালে হালকা শীতের পোশাক পরিয়ে রাখা ভালো।

খাবার

শীতের সময়টা শিশুদের খাওয়ার প্রবণতা কমে যায়। ফলে তাদের শরীর খারাপ হয়ে যায়। তাদের ঘনঘন পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে হবে। শিশুদের ত্বকের মসৃণতা ও উজ্জ্বলতা বাড়াতে ডিমের কুসুম, সবজির স্যুপ এবং ফলের রস খাওয়ানো উচিত। বিশেষ করে গাজর, বিট, টমেটো শিশুদের ত্বকের জন্য বেশ উপকারী। এ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের শীতের সবজি দিয়ে খিচুড়ি রান্না করে খাওয়াতে পারেন। শিশুরা এ সময় যেন কোন ধরনের ঠাণ্ডা খাবার না খায় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

ত্বকের যত্ন

শিশুদের ত্বক বড়দের থেকে অনেক বেশি সেনসেটিভ। তাই তাদের ত্বক অনেক বেশি রুক্ষ হয়ে যায়। শিশুর মুখে এবং সারা শরীরে বেবি লোশন, বেবি অয়েল, গ্লিসারিন ইত্যাদি ব্যবহার করুন।

সংগৃহীত : *দৈনিক প্রথম আলো, ১২ই জানুয়ারী ২০১৮, অনলাইন সংস্করণ।*

ভাষা শিক্ষা

প্রাকৃতিক বস্তু সমূহ

মাহমূদা সুলতানা, দাওরা শেষ বর্ষ

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

মাটি - تُرَابٌ - Soil (সয়ল)

মাঠ - مَيْدَانٌ - Field (ফিল্ড)

মেঘ- سَحَابٌ - Cloud (ক্লাউড)

রাত -لَيْلٌ - Night (নাইট)

শিলা - صَخْرٌ - Rock (রক্)

শিশির - نَدًى - Dew (ডিউ)

শীত - الشِتَاءُ -Winter (উইন্টার)

শরৎ -الخَرِيْفُ - Autumn (অটাম)

সমুদ্র - بَحْرٌ - Sea (সী)

সূর্য - شَمْسٌ - Sun (সান)

সূর্যগ্রহণ - كُسُوْفٌ - Solar system (সৌলার সিস্টেম)

স্থল - بَرٌّ - Land (ল্যান্ড)

স্বাদ - لَذَّةٌ - Taste (টেইস্ট)

স্রোত - تَيَّارٌ - Current (কারেন্ট)

? কুইজ

১. কোন ধরনের নেক আমল আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়?

উঃ.....

.....

২. কুরআন স্মৃতিতে ধারণকারীর দৃষ্টান্ত কার মত?

উঃ.....

.....

৩. অহংকারী ব্যক্তিরা ক্বিয়ামতের দিন কীভাবে উঠবে?

উঃ.....

৪. পৃথিবীর প্রথম কৃষিজ বৃক্ষ কী ছিল?

উঃ.....

৫. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নবুওয়াত পূর্ব জীবনে সকলের নিকট কী হিসাবে পরিচিত ছিলেন?

উঃ.....

৬. কর্য প্রদানের নেকী কেমন?

উঃ.....

৭. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন ব্যক্তির জন্য জান্নাতের মাঝামাঝি একটি ঘর নিয়ে দেওয়ার জন্য যামিন?

উঃ.....

.....

৮. জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে কোন ব্যক্তির জন্য?

উঃ.....

.....

৯. 'জীবন্ত পাথর' কোন দেশে পাওয়া যায়?

উঃ.....

১০. রেললাইন ভাঙা। সামনে ট্রেন আসতে দেখে দুই শিশু কী করল?

উঃ.....

.....

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

❑ **কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ : আগামী ১৫ই ডিসেম্বর ২০২০।**

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

(১) রাসূল (ছাঃ)-এর **(২)** শতকরা ৭৭ ভাগ নাইট্রোজেন ও ২১ ভাগ অক্সিজেন **(৩)** ০.০৫ লিটার **(৪)** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) **(৫)** সরল ও ভদ্র **(৬)** যে ব্যক্তি বেশি বেশি 'সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহী' পাঠ করবে। **(৭)** ভিক্ষাবৃত্তির প্রতি **(৮)** 'সুবহা-না রাব্বিয়াল আ'লা' **(৯)** টমাস আলভা এডিসন। ১০০০ (এক হাযার বার) ব্যর্থ হয়েছেন **(১০)** মযলূম মুমিনরাই ।

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম :

১ম স্থান : আরীফুর রহমান, হিফয বিভাগ
সমসপুর হাফিযিয়া মাদ্রাসা, বাগমারা, রজশাহী।

২য় স্থান : মুহাম্মাদ মাহদী হাসান, ৬ষ্ঠ শ্রেণী
তারবিয়াতুল উম্মাহ একাডেমী, শালবাড়ী, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

৩য় স্থান : আতীকুর রহমান, ৬ষ্ঠ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা
সম্পাদক
সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

নাম :
প্রতিষ্ঠান :
শ্রেণী :
ঠিকানা :
মোবাইল :

সোনামণির ১০টি গুণাবলী

❍ জামা'আতের সাথে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা।

❍ পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।

❍ ছোটদের স্নেহ করা ও বড়দের সম্মান করা। সদা সত্য কথা বলা। সর্বদা ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা।

❍ মিসওয়াক সহ ওযূ করে ঘুমানো ও ঘুম থেকে উঠে ভালভাবে মিসওয়াক সহ ওযূ করা এবং প্রত্যহ সকালে উন্মুক্ত বায়ু সেবন ও হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া।

❍ নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করা এবং দৈনিক কিছু সময় কুরআন-হাদীছ ও ইসলামী সাহিত্য পাঠ করা।

❍ সেবা, ভালবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা।

❍ বৃথা তর্ক, ঝগড়া-মারামারি এবং রেডিও-টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা।

❍ আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা।

❍ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপরে ভরসা করা এবং যে কোন শুভ কাজ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করা ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করা।

❍ দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট কুরআন তেলাওয়াত ও দীনিয়াত শিক্ষা করা।